আবার জেগে উঠছে সিলেট

টিপাইমুখ বাঁধ বিষয়ে ভারতের আগ্রাসী সিদ্ধান্ত ভয়াবহ ক্ষতির আশঙ্কা

আবদুল মুকিত/ফয়সাল আমীন : টিপাইমুখ বাঁধ বিষয়ে ভারতের আগ্রাসী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জেগে উঠেছে সিলেট। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অভিন্ন নদী বরাকের টিপাইমুখ বাঁধ চুক্তি সই নিয়ে এ জনপদে ক্ষোভ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। ভারতের আগ্রাসী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কঠোর আন্দোলন দানা বাঁধছে। দীর্ঘ বিরতির পর আবারো রাস্তায় নেমেছে টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন সিলেটসহ একাধিক সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠন। সিলেট তথা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য 'সর্বনাশা' এ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে গতকাল রোববার সিলেট নগরীতে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সিলেটজুড়ে জোরালো আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। এতে শুধু সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনই নয়, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনও সম্পৃক্ত হচ্ছে দেশের জন্য ক্ষতিকারক 'টিপাইমুখ বাঁধ' বিরোধী আন্দোলনে। শিগ্‌গিরই বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ওই ইস্যুতে রাজপথে নামছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র। এমনকি স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের শরিক কয়েকটি দলের নেতারাও ওই আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। শুধু রাজপথে প্রতিবাদ-আন্দোলনই নয়, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে চুক্তির খবরে সর্বত্রই বিরাজ করছে ক্ষোভ, উদ্বেগ, আতঙ্ক। বাঁধ হলেই বিপর্যয় নেমে আসবে সিলেটে। মরুভূমিতে পরিণত হবে সুরমা ও কুশিয়ারা বিধৌত সিলেট অঞ্চল। সঙ্গে মেঘনা অববাহিকায়ও ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। সিলেটের বিশিষ্টজনরা বাংলাদেশের দাবি উপেক্ষা করে ভারতের একতরফা এ সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, জোরালো আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতকে এ বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করতে বাধ্য করা হবে। পাশাপাশি তারা এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পরামর্শ দেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ হলে বাংলাদেশের সিলেটের হাওড় অঞ্চলসমূহ পানিতে তলিয়ে যাবে। ফলে প্রতিবছর প্রায় এক হাজার কোটি টাকার যে বোরো ধানের আবাদ হয় তা আর হবে না। এছাড়া বন্যা ও খরাতেও আক্রান্ত হবে বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চল। বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ সরকারকে এ বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ নির্মাণে জোর প্রতিবাদ জানানোর দাবি জানান। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জোর আপত্তি উত্থাপনের পরামর্শ দেন তারা। বাংলাদেশ যদি জোর দাবি তুলতে পারে তাহলে হয়তো ভারত সরকারও বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়বে। হয়তো তখন ভারত তার অবস্থান থেকে সরে আসবে।

এদিকে ভারতের আসাম রাজ্যের শিলচর থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকা সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশই নয়, টিপাইমুখ প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন খোদ মণিপুরের গবেষক ও পরিবেশবিদরাও। তারা বলছেন, টুইভাই ও বরাক নদীর সংযোগস্থলের টিপাইমুখ গ্রামে জলাধার ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে বিরাট এলাকার পাহাড় ও বন ডুবে যাবে। এতে একদিকে হুমকির মুখে পড়বে প্রাণিবৈচিত্র্য, অন্যদিকে বহু মানুষ তাদের বসতভিটা ও জীবিকা হারাবে। তাছাড়া মণিপুরের ওই এলাকাটি অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ায় ভূতত্ত্ববিদরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, টিপাইমুখে বাঁধ দেয়ার পর সেটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আসাম ও বাংলাদেশে বড় ধরনের ক্ষতি হবে।

আন্দোলনের প্রস্তুতি, উদ্বেগ-প্রতিবাদ :

মণিপুর রাজ্যে বরাক নদীতে বাঁধ দিয়ে ভারত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকে সিলেটে টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন-এর ব্যানারে বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং টিপাইমুখ নিয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দেওয়ার পর তাদের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি ভারত টিপাইমুখে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি করার ব্যাপারে বিভিন্ন মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশের পর ফের আন্দোলন শুরু করেছে সংগঠনটি। গতকাল বিকালে নগরীতে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন।

পাশাপাশি আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপিসহ সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সিলেট মহানগরী শাখার নির্বাহী সভাপতি মাওলানা আবদুর রহমান সিদ্দিকী

বলেন, টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের বিরোধিতা করে ২০05 সাল থেকে আমরা আন্দোলন করে আসছি। এবার কঠোর কর্মসূচি নিয়ে আমরা মাঠে নামবো। কর্মসূচি ঠিক করতে ইতোমধ্যে দলের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে বলে জানান তিনি। ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের খবরে গতকাল বিকালে সভা করেছে সিলেট মহানগর জামায়াত। সিলেট মহানগর জামায়াতের আমীর এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের জানান, টিপাইমুখ বাঁধের প্রতিবাদে আমরা আগেও লাগাতার কর্মসূচি পালন করেছি। কিন্তু 'বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু করা হবে না'– ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এমন আশ্বাসের পর আমরা কর্মসূচি স্থগিত করেছিলাম। কিন্তু ভারত কথা না রাখায় শীঘ্রই আমরা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করবো।

স্থানীয় বিএনপির পক্ষ থেকেও টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরুর কথা জানিয়েছেন সিলেট জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আহমদ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে বাংলাদেশকে কিছু না জানিয়েই ভারত টিপাইমুখে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি করেছে। তিনি বলেন, সরকার টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদ না করলে সিলেটসহ সারাদেশে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তিনি ভারতীয় আগ্রাসনরোধে সিলেটবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান।

বাসদের পক্ষ থেকেও গতকাল বিকালে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে নগরীতে মিছিল করা হয়েছে। বাসদের জেলা আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায় বলেন, বাংলাদেশ-ভারত যৌথসভায় মনমোহন সিং উল্লেখ করেছিলেন– তার দেশ এমন কোন পদক্ষেপ নেবে না, যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়। কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে না জানিয়ে সম্পূর্ণ গোপনভাবে এ চুক্তি করল যা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। অথচ বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন বলা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেয়নি, যা সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতিরই নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ ।

এদিকে মহাজোটের অন্যতম শরিক জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সিলেট জেলা সভাপতি আবদুল্লাহ সিদ্দিকী জানান, টিপাইমুখ বাঁধের ফলে সিলেটের জীববৈচিত্র্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর প্রতিবাদে কর্মসূচি নির্ধারণে সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। সিলেটের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগের নেতারাও ওই আন্দোলনে শরিক হচ্ছেন। সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ ন ম শফিকুল হক বলেন, টিপাইমুখে বাঁধ দেয়া হলে সিলেটসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাঁধ নির্মাণের চুক্তির আগে ভারতের উচিত ছিল বাংলাদেশের সাথে আলোচনা করা। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মরুকরণের হাত থেকে রক্ষায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান তিনি।

রাজপথে উত্তাপ :

সুরমা-কুশিয়ারার উজানে বরাক নদীর উপরে টিপাইমুখে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রতিবাদে গতকাল রোববার সিলেটে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন মিছিল, সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে।

টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন, সিলেট : মাঝে কিছুদিন আন্দোলন স্থগিত রাখার পর গতকাল বিকালে নগরীতে ভারত কর্তৃক একতরফা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন, সিলেট নামের সংগঠন। ঐতিহ্যবাহী কোর্ট পয়েন্ট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন জেলা সিপিবি সভাপতি অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি ব্যারিস্টার আরশ আলী, জাসদের জেলা সাধারণ সম্পাদক লোকমান আহমদ, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট ইইউ শহিদুল ইসলাম শাহীন, ওয়ার্কার্স পার্টির সিকান্দর আলী, বাসদের উজ্জ্বল রায় প্রমুখ।

জামায়াত : টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগের প্রতিবাদে সিলেট জামায়াতের উদ্যোগে গতকাল বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর শাখার আমীর অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম শাহীনের পরিচালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতা ডা. সায়েফ আহমদ, মাওলানা হাবীবুর রহমান, অধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান, মতিউর রহমান, মাওলানা আনোয়ার হোসাইন খান প্রমুখ।

বাসদ : বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে সিলেট জেলা বাসদের উদ্যোগে গতকাল দুপুরে দলীয় কার্যালয়ে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়ের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা অ্যাডভোকেট হুমায়ূন রশীদ সোয়েব, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা সুশান্ত সিনহা, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মুক্তস্বর : বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ভারত কর্তৃক যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি সইয়ের প্রতিবাদে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধন করেছে মননশীল তরুণদের সংগঠন মুক্তস্বর সাংস্কৃতিক ফোরাম। মানববন্ধনপূর্ব সমাবেশে বক্তৃতা করেন জিয়াউর রহমান, আলী হোসেন সুমন, আইনুল হক রাব্বী, নিয়াজ আহমদ খান, সাজ্জাদ হোসেন, আলী আহসান হাবীব প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে বরাক নদের ওপর টিপাইমুখ বাঁধ ও জলবিদ্যু কেন্দ্র নির্মাণের জন্য গত ২২ অক্টোবর একটি যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি সই হয়েছে। যদিও এ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশের পর থেকেই বাংলাদেশ আপত্তি জানিয়ে আসছে। বাংলাদেশের আপত্তির মুখে ২০১০ ও ২০১১ সালে প্রতিবেশী দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক শেষে যুক্ত ইশতেহারে মনমোহন সিং বলেছিলেন, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় টিপাইমুখে এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে না ভারত। কিন্তু বাংলাদেশকে অন্ধকারে রেখেই এ বাঁধ নির্মাণে চুক্তি করা হয়েছে।

ভারতীয় পত্রিকায় উদ্বেগজনক খবর :

সম্প্রতি ভারতের শিলচর থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্ক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্রে জানা গেছে, ফারাক্কার চেয়েও ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থাবা আমলে থাকার পরও মণিপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ হাসিলের স্বপ্ন দেখিয়ে ১৫শ' মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ভারত সরকার। এ লক্ষ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ কর্পোরেশন লিঃ (এনইইপিসিও) বরাক ও তুইবাক নদীর সঙ্গমস্থলে মণিপুর রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় ২৪ ডিগ্রি ১৪ ইঞ্চি উত্তরে এবং ৯৩ ডিগ্রি ১ দশমিক ৩ ইঞ্চি পূর্বে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করবে।

যদিও একাধিক সূত্রের দাবি– কৌশলগত কারণে বরাক উপত্যকার বন্যার পানিতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে মূলত এ বাঁধ নির্মাণ করতে যাচ্ছে ভারত সরকার। কিন্তু বিশ্ব জনমতকে ধাঁধায় ফেলতে পরবর্তীতে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা জানান দেয়। ভারতের মণিপুর রাজ্যের বৃহত্তর 'লোকদাগ' জলপ্রপাত থেকে উৎপন্ন হয়ে মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি জেলার লাইলাই গ্রাম থেকে তামেলং, চুরাচাঁদপুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বরাক নদী। এরই ধারাবাহিকতায় এ নদী মাঝামাঝি অঞ্চলে আসামের কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করিমগঞ্জ জেলা সীমান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এখানে জকিগঞ্জ উপজেলার অমলসিদ নামক স্থানে দু'টি স্রোতে অর্থাৎ সুরমা ও কুশিয়ারা নাম ধারণ করে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে সিলেটের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদ্মা ও মেঘনা নদীর পানিপ্রবাহে একত্রিত হয়ে এটি বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

বরাক নদী থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন স্রোতধারা তীরের বদ্বীপে গড়ে ওঠা জনবসতির জীবন ধারণের অন্যতম নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। এ বসতিকে সমৃদ্ধ করতে নানা জীববৈচিত্র্যের সম্ভার অফুরন্ত অথচ এ প্রাণে টান দিয়েছে উজানের দস্যু। দুরন্ত সুরমা, কুশিয়ারার স্রোতধারায় পড়েছে তাদের শ্যেনচক্ষু। এ কারণেই পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প নামের পরিকল্পনার ফাঁদ পেতেছে। এ বাঁধটি নির্মাণ হলে খোদ ভারতের ৩০ হাজার ৮শ' ৬০ হেক্টর জমি হারাবে স্বাভাবিক পরিবেশ। এর মধ্যে জনবসতি, বনভূমি, কৃষিজমি ও বাগানভূমিই শুধু নয়, বিরাট আদি জনবসতিও রয়েছে। অপরদিকে এ বাঁধ বাস্তবতা পেলে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিতে পড়বে পুরো বাংলাদেশ। এমনিতে ফারাক্কা বাঁধের ছোবলে বিপর্যস্ত দেশের বিরাট অঞ্চল। পাশাপাশি এ টিপাইমুখ বাঁধের নির্মাণ রুখতে না পারলে আগামী ২০ বছরে দেশের অর্ধেক এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, এ বাঁধের কারণে ভূমিকম্পঝুঁকি প্রবল হয়ে উঠবে এ অঞ্চলে। ভূমিকম্প হলে বাঁধ ভেঙে সুনামির তাণ্ডব ছড়িয়ে পড়বে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় শত বছরের মধ্যে ১৮৯৭ সালের ১২ জুনের মহাভূমিকম্পের পর একই হিসেবে আগামীতে ভূমিকম্পের আশঙ্কা সম্ভাব্য। তারপরও শুধু এ বাঁধ নির্মাণ করে নিশ্চিতভাবে ৪শ' ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেটে ২০১২ সালের মধ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে নিপুক। অথচ জাতিসংঘ কনভেনশন অনুযায়ী অভিন্ন নদীর প্রবাহে কোন কার্যক্রম এককভাবে কোন

রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের পানি প্রবাহ কনভেনশনের ১৯৯৭ চুক্তি লঙ্ঘন হবে। তারপরও ভারত বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে বেপরোয়া। পাশাপাশি সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করে এ বাঁধ নির্মাণ হলে সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা নদীর পানি শাসন নিয়ন্ত্রণ করতে ভারত সরকার বরাক বাঁধ নির্মাণের দিকে এগুচ্ছে।

××××××××